আজকের কাগজ

তারিখ 30 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

33

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে

প্রতিবাদের মুখে রাজাকার ভিসি সাজ্জাদের নামে শোক প্রস্তাব নাকচ

ইয়াসিন হীরাঃ গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন ছিলো উত্তেজনাপূর্ণ। তবে অধিবেশনে প্রগতিশীলদের প্রাধান্য ছিলো। অধিবেশনের শুরুতে '৭১-এর ঘাতকপন্থি জামাতি শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম পাক বাহিনীর হসযোগী কুখ্যাত রাজাকার মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেনের নাম শোক প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করলে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এ সময় পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে সিনেটের অধ্যাপক আব্দুল মান্নান প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালি বুদ্ধিজীবী নিধনে ডঃ সাজ্জাদের ন্যাকারজনক ভূমিকা তথ্য প্রমাণসহ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একজন দেশদ্রোহী রাজাকারের নামে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। অধিকাংশ সিনেটর তাকে সমর্থন করেন। ফলে সিরাজুল ইসলামের শোক প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। অধিবেশনের শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক মঈনুল ইসলাম '৭১-এর আর এক ঘাতক ফজলুল কাদের চৌধুরীর নামে সম্প্রতি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট টুর্নামেন্ট প্রতিরোধে প্রশাসন ব্যর্থ হওয়ায় একটি নিন্দা প্রস্তাব আনেন। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি পাশ হয়। অধিবেশনের সভাপতি উপাচার্য আর আই চৌধুরী তার বক্তব্যে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে বলেন, এ ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। এ টুর্নামেন্টে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে উল্লেখ করে যে, পোস্টার ও দাওয়াত পত্র ছাপা হয়েছে তাতে আমার সম্মতি নেওয়া হয়নি। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করেছি এবং আজো করছি। তিনি আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ব্যক্তির নামে ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার বিধান নেই। উপাচার্য সিনেট অধিবেশনে জানান, টুর্নামেন্টের সময় তিনি ছিলেন না। এ বক্তব্যের জন্য সিনেটররা টেবিল চাপড়িয়ে উপাচার্যকে অভিনন্দন জানান। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সিনেটর বক্তব্যে ফকা চৌধুরীর নামে টুর্নামেন্ট প্রতিহত করার ব্যাপারে প্রশাসন কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হওয়ায় প্রশাসনের সমালোচনা, ও নিন্দা করেন।